দেশ-বিদেশের বিচিত্র আলাপন-৬

খন্দকার জাহিদ হাসান

(ট) 'ফজলের ভ্রমণ-কাহিনী!'

স্থানঃ **বাংলাদেশের এক গ্রাম**
সময়ঃ **রাত আটটা**
পাত্রঃ **বাংলাদেশের এক গরীব মানুষ ফজল**
পাত্রীঃ **ফজলের স্ত্রী মরিয়ম।**

[প্রেক্ষাপটঃ ২০১০ সালের জুন মাসে সিডনীর অলিম্পিক পার্কে তিনদিব্যাপী অনুষ্ঠিত 'আন্তর্জাতিক গরীব সম্মেলন'-এর সুবাদে বাংলাদেশের গরীব মানুষ ফজল অস্ট্রেলিয়া থেকে ঘুরে আসতে পেরেছিলো। এটা ছিলো তার জন্য এক চমকপ্রদ ও অভূতপূর্ব সুযোগ। তবে সম্মেলনের শেষদিন বিকেলে ফজলের কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা হলো। র‍্যান্ডম্ সিলেক্শনের মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়ার জনৈক গরীব পিটারের সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটলো।

কিন্তু ফজলের দৃঢ় বিশ্বাসঃ লোকটি ছিলো ভূয়া। কারণ সত্যিকারের গরীব মানুষ এত মোটা হওয়ার কথা নয়। তাছাড়া, (অনুবাদক যন্ত্রের মাধ্যমে) পিটারের সংগে তার কথা কাটাকাটির ঘটনাটিও ফজলকে বিমর্ষ করে তুলেছিলো। ব্যাপারটি সে যতদূর সম্ভব দ্রুত ভুলে যেতে চেষ্টা করছিলো।

কিন্তু মজার ব্যাপার হলোঃ দেশে ফেরার পর ফজল যখন তার বৌ মরিয়মের কাছে তার অস্ট্রেলিয়া সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে শুরু করলো, তখন তাদের সে কথোপকথনটি ছিলো নিম্নরূপ।]

মরিয়মঃ ই-মা, আপনেরে দ্যাখ্তে কি সৌন্দর্য লাগতাছে গো চুন্নুর বাপ! বিদ্যাশে গিয়া আপনের চেহারা-সুরৎ এক্কেরে খুইল্যা গ্যাছে! গা-গতরেও তো গোশ্ লাগছে দ্যাখতাছি!!

ফজলঃ লাগবো না? যে আদরের মইদ্যে আছিলাম এই ক'দিন, কি আর কমু তুমারে! শ্যাষের দিনডা তো কাটছে এক্কেরে রাজার হালে!!

মরিয়মঃ কি হইছিলো খুইল্যা কন্।

ফজলঃ আরে কইতাছি। এত উতালা হও ক্যা? হইছে কি, শাদা চাম্ড়ার এক গরীব মাইন্ষের লগে আমার দোস্তালি হওনের কতা। হের নাম হইলো পিটানি। গিয়া দেহি, এক মুটা ব্যাডায় খাড়ায়া রইছে। মুনে হয় অফিছার-টফিছার হইবো। আমার লগে শুরু করলো ফাইজ্লামি। কয় কি, হে-ই হইলো গিয়া পিটানি।

মরিয়মঃ কিন্তুক আপ্নে তো ইংরাজী জানেন না, হের লগে কতা কইলেন ক্যাম্নে?

ফজলঃ আমার কতার মইদ্যে ফাল্ দিও না তো কইলাম! বিদ্যাশে গেলে এ্যাম্নেয় মুখ খুইল্যা যায়। টাশ্ টাশ্ কইর‍্যা ইংরাজী বারাইতে থাকে। এক্কেরে সুজা ভাষা তো! কাইল তুমারে পাঁচ মিনিটের মইদ্যে শিখায়া দিমুনে। অহন এট্টু চুপ থাকো।

মরিয়মঃ আমার কতা ধইরেন না চুন্নুর বাপ। আপ্নে কইয়া যান।

ফজলঃ যাক্ গিয়া। তুমারে যা কইতে আছিলাম....। আমি তো রাইগ্যা-মাইগ্যা মুটা ব্যাডারে দিলাম এক ধম্‌কানি। হাজার হইলেও আমি হইলাম গিয়া জমিদার বংশের পুলা। অহন না হয় আল্লায় আমাগোরে গরীব বানাইছে, তয় জমিদারী ত্যাজ তো রক্তের মইদ্যে অহনো রইছেই! আমার লগে ইত্‌রামি?

মরিয়মঃ হের বাদে কি হইলো তাই কন্?

ফজলঃ ধমক খাইয়া মুটা ব্যাডায় লগে লগে আমার আসল দোস্তরে গাড়ীত্‌থন বাইর কইরা দিয়া জোড়-হাতে কইলো, "এই লন্ আপনের আসল দোস্তরে। এতক্ষুণ আপনেরে এট্টু টেস্টিং করলাম আর কি! আমারে মাফ কইরা দিয়েন!"

মরিয়মঃ আপনের নয়া দোস্ত কেমুন কিসিমের মানুষ আছিলো?

ফজলঃ হের কতা কি আর কমু! বাঁশীর লাহান নাক। পাত্‌লা দড়ির লাহান শরীল। কিন্তুক অর শক্তি মেলা। আমারে তো পাঞ্জাত হারায়া দিছিলো আর কি!.... তয় মানুষডা খুব-ই ভালা! সুজা আমারে হের বাড়ীত্ লইয়া গেল।

মরিয়মঃ হ্যাগোর বাড়ী-ঘর ক্যামুন গো চুন্নুর বাপ?

ফজলঃ ক্যামুন আবার? আমাগো লাহান-ই, তয় পশ্চিমদুয়ারী। মাটির-ই বাড়ী, তয় লাল মাটি। গিয়া দেহি এলাহি কারবার!

মরিয়মঃ কিহের এলাহি কারবার?

ফজলঃ আরে হেই কতাই তো কইতাছি। পিটানির বৌ আমারে দেইখা খুব-ই খুশী হইলো! এক্কেরে জামাই আদর!!

[ফজলের কথা শুনে মরিয়ম সামান্য মন খারাপ করলো। তবে ফজল সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তার বক্‌বকানি চালিয়ে গেল।]

ফজলঃ পিটানির বৌয়ের নাম হইলো শিটানি। হ্যাগো খালি একখান পুলা। আমার কুলেত্‌থন আর নামে না, কয়, "চাচা, আপ্‌নের লগে বাংলাদ্যাশ যামু।" আর পিটানির বৌয়ের তো ধব্‌ধইবা শাদা পরীর লাহান চেহারা। হেও জমিদার বংশের মাইয়া তো! গরীব হইলে হইবো কি, খান্দানি স্বভাব কি আর সহজে যায়? শিটানি আমার লাইগা বিলাতী যবের মুড়ী আর চাইনীজ কাউনের খই সুমানে ভাইজা যাইতে লাগলো। কে এত খায় কও?.....

[এতক্ষণে মরিয়মের সন্দেহ হলো যে, তার স্বামীর সব কথা আসলেই সত্যি কি না। সে ক্রমাগত হাই তোলা শুরু করলো।]

(কল্পিত রচনা)

(ঠ) 'কবিগুরুর সাম্প্রতিক ছড়া'

স্থানঃ বাংলাদেশের এক শহর
দিনঃ শুক্রবার
সময়ঃ সকাল সাড়ে ন'টা
প্রথম পাত্রঃ জনৈক তরুণ শাহীন
দ্বিতীয় পাত্রঃ শাহীনের ছোটো ভাই কিশোর সুজন
তৃতীয় পাত্রঃ সুজনের সহপাঠী বন্ধু কিশোর জুনায়েদ।

[প্রেক্ষাপটঃ শাহীনদের বাসার এক কামরায় উপরোক্ত সকালবেলা এক অভিনব ধরণের আড্ডা বসলো। জুনায়েদ দাবী করলো যে, সম্প্রতি সে এক ধরণের 'ক্ষমতা' লাভ করেছেঃ যে-কোনো সময়ে যে-কোনো মৃত ব্যক্তির আত্মাকে সে ডাকতে পারে। এটা কোনো প্ল্যান্‌চেট জাতীয় জটিল কিংবা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার নয়, চোখ বন্ধ ক'রে সরাসরি নির্ধারিত প্রয়াতঃ ব্যক্তিকে স্মরণ করলে অল্পক্ষণের মধ্যেই তার আত্মা এসে হাজির হয় এবং জুনায়েদের শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করে।

তারপর উপস্থিত জীবিত ব্যক্তিরা সেই আত্মার সাথে কথা বলতে পারে। আত্মা তার নিজের বক্তব্য জুনায়েদের কণ্ঠের মাধ্যমে কথা ব'লে কিংবা তার হাতের মাধ্যমে কাগজে লিখে জানাতে বা প্রকাশ ক'রে থাকে। এমনকি জুনায়েদ নিজেও এই ধরণের আলোচনায় অংশ নিতে সক্ষম।

সেদিন সকালে দু'তিনজন আত্মার সাথে কথা বলার পর অবশেষে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আত্মার ডাক পড়লো। এরপর তাঁর সাথে উৎসাহী নবীনদের নিম্নোক্ত ভাব-মিনিময় হলো।]

রবীন্দ্রনাথঃ (জুনায়েদের কণ্ঠে) কি হে, কি সমাচার সকলের?.... হ্যাঁ, আমি এসে গেছি। তা এই সাত-সকালে কি মনে করে আমাকে স্মরণ করেছো তোমরা?

শাহীনঃ এই একটু আপনার সাথে কথা-বার্তা বলার জন্য আর কি। হাজার হলেও কবিগুরু! তো বলুন, আপনি এখন কেমন আছেন?

রবীন্দ্রনাথঃ খুব-ই ভালো। বেশ দেখতে পাচ্ছি যে, তোমরাও ভালো রয়েছো।

সুজনঃ আপনি কি আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন?

রবীন্দ্রনাথঃ অতি অবশ্যই।

সুজনঃ আপনারা অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিরাও কি একে অপরকে দেখতে পান?

রবীন্দ্রনাথঃ বলো কি হে, না দেখলে কি চলে? যথার্থই দেখতে পাই।

শাহীনঃ আচ্ছা, আপনারা যখন একে অপরকে দেখতে পান, তখন পরস্পরকে কেমন দেখেন? আমি বলতে চাইছি যে, আমরা যেমন কাপড়-চোপড় পরে রয়েছি, আপনাদের জগতেও এ-রকম কোনো ব্যাপার রয়েছে কি না। তা ছাড়া আপনারা একে অপরকে কোন্ বয়সের চেহারায় দেখতে পান?

রবীন্দ্রনাথঃ (জুনায়েদের মুখ দিয়ে দীর্ঘঃশ্বাস ফেলার মত ভংগী করে) এই ব্যাপারটি তোমাদেরকে বোঝানো খুব-ই শক্ত!

সুজনঃ (আকস্মিকভাবে) কেন?

রবীন্দ্রনাথঃ আসলে.... আমাদের ভূবনের অনেক কিছুই তোমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। একটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টি তোমাদের কাছে পরিষ্কার হবে। যেমন ধরো, তোমরা যারা অন্ধ নও, তাদের কারো পক্ষেই কোনোভাবেই একজন জন্মান্ধ ব্যক্তিকে বোঝানো সম্ভব নয় যে, আকাশের গাঢ় সুন্দর নীল রং কিংবা জলপ্রপাতের দৃশ্য কতো মনোহর! ঠিক তেমনি আমাদের আত্মাদের ভূবনেরও অনেক ব্যাপার সম্পর্কে তোমাদেরকে সঠিক ধারণা দেওয়া সম্ভব নয়। শুধু এটুকুইজেনে রাখো যে, আমরা আত্মারাও একে অপরকে দেখতে পাই।

সুজনঃ এ প্রসংগ এখন থাক।..... আচ্ছা কবিগুরু, আপনি কি এখনো সাহিত্য-চর্চা করেন?

রবীন্দ্রনাথঃ করি না আবার? এখন তো আরো বিস্তৃত সুযোগ!!

শাহীনঃ কবিগুরু, সম্প্রতি আপনার রচিত কোনো কবিতা কি আমাদের একটু শোনাতে পারেন?

রবীন্দ্রনাথঃ আমি জানতাম তোমরা আমাকে ছাড়বে না। ঠিক আছে। অবশ্য এই মুহূর্তে আমার কোনো কবিতা মনে পড়ছে না। তবে ছোট্টো একটা মজার ছড়ার কথা স্মরণে আসছে। এটি আমি এখন জুনায়েদের হাতের মাধ্যমে লিখে দিচ্ছি। এই ছড়ার সাথে কারো বাস্তব কোনো কিছুর মিল খুঁজতে যেও না তোমরা, এটি নিছক-ই একটি কল্পিত ছড়া। আর এই ছড়াটি লিখা শেষ হওয়ামাত্রই আমি প্রস্থান করবো। তোমরা সবাই ভালো থেকো।

সবাইঃ (সমবেতকণ্ঠে) আপনিও ভালো থাকুন, কবিগুরু। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ!!!

[এরপর জুনায়েদের হাতে-ধরা কলমটি খস্‌খস্‌ শব্দে কবিগুরুর (আসলে তাঁর আত্মার) রচিত তিন লাইনের সেই কাংখিত ছড়াটি লিখে ফেললো। সেটি পড়ে উপস্থিত তিনজন-ই উল্লাসে ফেটে পড়লো। ছড়াটি হলোঃ

"আমি এখন হোয়ে গেছি ভূ--ত!
বেঁচে আছে কেবলমাত্র আমার এক গীটারবাদক পুত,
কী যে বাজনা বাজায় ছাই ভাল্লাগে না—ধ্যুত্‌!!!"]

(উপরোক্ত আলাপনটি জীবন থেকে নেয়া বাস্তব ঘটনার উপর ভিত্তি করে রচিত। তবে এখানে এটা দাবী করা হচ্ছে না যে, সেদিন যে 'আত্মারা' উপস্থিত হোয়েছিলো, তারাও ছিলো বাস্তব। এমনকি জুনায়েদ নিজেও কখনোই সে দাবী করেনি।-লেখক।)

খন্দকার জাহিদ হাসান, সিডনী, ০১/০৯/২০০৬